R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১১ই মাঘ বুধবার, ১৪১৭।
২৬শে জানুয়ারী ২০১১ সাল।

নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

বইমেলার শেষ দিনে প্রবেশ মূল্য তিন থেকে দশ – প্রতিবাদে অনেকেই ফিরে গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বইমেলার শেষ দিনে প্রবেশ মূল্য তিন থেকে দশ করে দেয়ায় বহু উৎসাহী মানুষ এই বেনিয়া বৃত্তির প্রতিবাদে গেট থেকে ঘুরে যান। ১৮ জানুয়ারী জঙ্গিপুর বইমেলার উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জঙ্গিপুরের কৃতি সন্তান ডাঃ অমিয়কুমার হাটী। মেলার মুখ্য গেট ছিল হাজার দুয়ারীর আদলে। এখানে ৭০টি স্টলের মধ্যে বই এর স্টল ছিল ৫০ মতো। এ বছর প্রায় ন'লক্ষ টাকার বই বিক্রী হয় বলে খবর। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল দেবারতি সেনের পরিবেশিত রবীন্দ্র সংগীত। ঠাণ্ডার মধ্যেও লোকের ভিড় ছিল আশাতীত। মেলা কমিটির ভ্রষ্টাচারে শেষ দিন মানুষের জমায়েত তলানিতে চলে আসে।

মমতার 'সোনার ছেলে' শুভেন্দু এলেন না সাগরদীঘিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : এলেন না মমতার 'সোনার ছেলে' শুভেন্দু অধিকারী সাগরদীঘিতে গত ২২ জানুয়ারী '১১। মাঠ ভর্তি মানুষ হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। শুভেন্দু এখন সারা রাজ্যের সিপিএম বিরোধী মানুষের কাছে মমতা ব্যানার্জীর পরেই। তৃণমূলের যুব শাখার রাজ্য সভাপতি শুভেন্দু অধিকারীর সভায় অনুপস্থিতির কারণ মোবাইলে জানালেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মুকুল রায়। উঃ বঙ্গের অর্ঘ্য রায় প্রধান সভায় মাইক্রোফোনে মোবাইল লাগিয়ে মুকুল রায়ের বক্তব্য শোনান। মুকুল জানান, "মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশে আজ শুভেন্দু সাগরদীঘি যেতে পারল না। কারণ পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে গত রাতে হার্মাদ বাহিনী চরম অত্যাচার চালিয়েছে (শেষ পাতায়)

এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় স্বামী-স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের উমরপুরে প্লাসটিক কারখানার মালিক আমাউন সেখ (৩৭), তাঁর স্ত্রী ইসমাতারা বেগম, সেলি (২৮) এবং তাদের পুত্র ওমর ফারুক (১২) গত ২০ জানুয়ারী সন্ধ্যেয় এক পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মারা যান। জানা যায়, উমরপুর সেন্ট থমাস স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল ফারুক। ঘটনার দিন সুতী থানার ছাবঘাটী এ.কে. একাডেমীতে ছেলেকে ভর্তি করে বাবা, মা ও ছেলে মোটর সাইকেলে উমরপুর ফিরছিলেন। আহিরণ পেট্রোল পাম্পের কাছে ফোর লেন তৈরীর প্রয়োজনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মাটি ভর্তি লরির গায়ে আমাউনের মোটর সাইকেলের লুকিং গ্লাসের ধাক্কা লাগে। ঐ ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনজনই রাস্তার বিপরীত দিকে পড়ে যান। ঐ মুহূর্তে দশ চাকার একটি ট্রেকার তাদের পিষে দিয়ে চলে যায়। পুলিশ ট্রেকারটাকে আটক করে। এই খবর উমরপুরে পৌছলে শোকের ছায়া নেমে আসে। এই পরিস্থিতিতে আমাউনের একমাত্র মেয়ে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী আমেনা একদম অসহায় হয়ে পড়ে।

মঞ্জুর আলি এখন জঙ্গিপুর হাসপাতালে পুলিশ কাষ্টডিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ -১ ব্লকের দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসী উপ-প্রধান মঞ্জুর আলি দীর্ঘ সময় লুকিয়ে থেকে গত ২০ জানুয়ারী ২০১১ জঙ্গিপুর কোর্টে আত্মসমর্পণ করলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। একদিন জেলে থাকার পর অসুস্থতার কারণে তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালের পুলিশ কাষ্টডিতে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৬ এপ্রিল ২০১০ (শেষ পাতায়)

প্রহরীবিহীন লেবেল ক্রসিং-এ ট্রেণের ধাক্কায় দু'জনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর হল্টের কাছে প্রহরীবিহীন রেল ক্রসিং-এ আবার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো দুজনের। গত ১৬ জানুয়ারী ফরাক্কা থানার ইমামনগরের নিমাজুদ্দিন সেখ (৩১) এবং তার শ্যালক আমির হামেজা (১৪) মোটর বাইকে রেল লাইন পার হওয়ার সময় 'গরীব রথ' ট্রেনের ধাক্কায় দু'জনেরই মৃত্যু হয়।

প্রজাতন্ত্র দিবসের ট্যাবলোয় দিল্লীতে মির্জাপুরের মেয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রভাতি কুচকাওয়াজে রেলওয়ের পক্ষ থেকে 'ওই মহামানব আসে' রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে কয়েকজন কৃতি নৃত্যশিল্পী কোরিওগ্রাফি প্রদর্শন করবেন। ওই নৃত্যে অন্যতম মুখ্য ভূমিকায় অংশ নেবার জন্য মনোনীত হয়েছে জঙ্গিপুর মহকুমার

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই মাঘ বুধবার, ১৪১৭

প্রজাতন্ত্র দিবস

২৬শে জানুয়ারী, ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস। বস্তুতঃ সাধারণতন্ত্র দিবস বিশেষ তাৎপর্যবাহী। ১৯৫০ সালের এই দিনটিতে সংবিধান চালু হয় এবং ভারতের প্রতি নাগরিককে অধিকার প্রদানের অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করা হয়। প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। তাই ভারতের শাসন ব্যাপারে ভারতের জনগণের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাহা ছাড়া নাগরিকদের কর্তব্যও এই উপলক্ষে ঘোষিত হয়। পূর্বে এই ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হইত। তখন ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যুগ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই দিনটিকে সাধারণতন্ত্র দিবসরূপে ঘোষণা করা এবং উদ্‌যাপন করা খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। পরম পরিতাপের কথা ঃ বিচ্ছিন্নতাবাদ আজ মাথা চাড়া দিয়াছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই ইঙ্গিত লইয়া আমরা আমাদের পত্রিকায় বহু আলোচনা করিয়াছি। আজ তাহার রূঢ় বাস্তবরূপ দেখা যাইতেছে পাঞ্জাবে, আসামে, দার্জিলিং অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে। পাঞ্জাবে ও আসামে উগ্রপন্থীদের হাতে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাইতেছেন এক বা একাধিক জন। গোর্খাল্যাণ্ড লইয়া কিছু মানুষ ভারতকে চ্যালেঞ্জ দিয়াছে।

ভারতের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভারতেরই ক্ষতিসাধনের হীন প্রয়াস। অথচ তাহার উপযুক্ত মোকাবিলা করিবার সেই দৃঢ় হস্ত কোথায় ? তাই শুধু অনুষ্ঠানাদি করিয়া এই দিনটি উদ্‌যাপন করিলেই চলিবে না। ভারতের প্রতিটি নাগরিককে নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন থাকিতে হইবে। যে সব অশুভ শক্তি দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক ; তাহার বিরুদ্ধে সকলকে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের অশুভ মনোবৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপকে উৎখাত করিতে হইবে। সংহত কর্মশক্তি দিয়া দেশের শক্তিবৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন আসিয়াছে। যে সব বহিঃশক্তি ভারতকে দুর্বল করিতে চেষ্টিত, তাহার বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে দাঁড়াইতে হইবে। প্রতিটি মানুষকে আজ মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থবোধ অপেক্ষা দেশ বড়।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

এগুলো দেখবে কে ?

রঘুনাথগঞ্জ বা জঙ্গিপুর শহরের ব্যস্ত রাস্তায় মোড়গুলোতে একাধিক প্রাইভেট কার বা ভাড়া করা গাড়ী দাঁড় করিয়ে রেখে বাজার করতে যাওয়া একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। এর ফলে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ীগুলো বাঁক নিতে বাধা পায়। এর ফলে রাস্তায় চলাচলেও বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। এ সব দেখবে কে ? পুর কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমোচ্ছে।

মানিক কর, রঘুনাথগঞ্জ

'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও'

সাধন দাস

জন্মের পর থেকে প্রত্যেকটা মানুষ নিজের চারপাশে অতি সযত্নে একেকটা বৃত্ত রচনা করে। সেটাই তার নিজের ঘর। প্রিয় মুখ, প্রিয় ফুল, প্রিয় রং আর প্রিয় স্বপ্ন দিয়ে সেই ঘরকে সে মনের মতো ক'রে সাজাতে থাকে। সংবেদন যার যত তীব্র, এই ঘর নিয়ে তার ততো শুচিবায়ুগ্রস্ততা। সে-ঘর সাতমহলা রাজপ্রাসাদ না হোক, মাটির নিকানো উঠোনেও আপনমনে সে তাতে আলপনা আঁকে, ফুলগাছ লাগায়, তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় আর শীতের রোদকেও মাদুর পেতে বসতে দেয়। সেখানে কুটো-টি এসে পড়লেও সে সহ্য করে না।

কিন্তু তা বললে চলবে কেন ? উঠোনটা আমার হলেও ছ'টি ঋতু তো আমার বশে নয়। সেখানে চৈত্রের বাউণ্ডুলে বাতাস এসে ধুলোবালি আর শুকনো পাতায় নোংরা করে দেয় আমার আলপনার রং, নিকোনো উঠোন কাদা হয়ে যায় শ্রাবণের ধারাপাতে। আমার মনের উঠোনটাও তো তাই। আমি তাকে শীতল পাটির মতো গুটিয়ে নিয়ে তুলে রাখতে তো পারি না। তার ক্রমবর্ধমান পরিধি নিয়ে সে এই সমাজেই বড় হতে থাকে। ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের মৌনতায় নয়, হাজার লক্ষ মানুষের এই কোলাহলের মধ্যেই তাকে জায়গা করে নিতে হয়। আর সব মানুষই যদি একেকটা বৃত্তের মতো এই জন সমুদ্রে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি থাকে, তাহলে একটা বৃত্ত আরেকটা বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়বেই। আপনার বৃত্তে যদি কেউ ঢুকে গিয়ে থাকে, আপনিও কারোর বৃত্তে নির্ঘাৎ ঢুকে পড়েছেন।

সমাজে আর সংসারে যাদের নিয়ে আপনি আছেন, তারা সবাই আপনার মনের মতো নয়। আপনার স্ত্রী, পুত্র, একান্ত প্রিয় বন্ধুটি – অন্ততঃ একজনও কি আপনার ভালো-লাগার ছাঁচে তৈরি হয়েছে ? আবার উল্টোদিক থেকে বলতে গেলে বলতে হয় – আপনিও কি ওদের কারোর পছন্দের ছাঁচে তৈরি হয়েছেন ? তাহলে 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও'? বললেই কে দিচ্ছে আপনাকে থাকতে ? আর সমাজবদ্ধ জীব হয়ে এরকম আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর ভাবনা নিয়ে আপনি থাকবেনই বা কেন ?

তবুও থাকে। মনের গভীর গহনে একটা নিজস্ব বৃত্ত চিরকাল থাকে। যেখানে সুদূর রাতের পাখিরা সুদূর রাতের গান গায়। যেখানে নীল-নির্জন একটা আকাশ আরো দূর আকাশের হাতছানি নিয়ে আজীবন জেগে থাকে। সেখানে সংসার নেই, চাওয়া-পাওয়া নেই, চাকরি নেই, ব্যবসা নেই, বিচ্ছেদ নেই, মৃত্যু নেই। দিনযাপন আর প্রাণধারণের গ্লানিতে যে-জীবন ক্লেদাক্ত হয় না কোনোদিন। বাইরের অভিঘাতে মাঝে মাঝে 'তার' ছিঁড়ে যায় বটে, কিন্তু তাই নিয়ে কোনো 'হাহাকার' নেই। সেখানে, হ্যাঁ – কেবল সেখানেই – আমি আমার মতো থাকতে পারি। আপনিও।

জেলা ঘুরে কংগ্রেসের সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ১২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জেলার প্রতিটি ব্লক ছুঁয়ে প্রায় ৯৫০ কিলোমিটার এলাকা ঘুরে সাইকেল র‍্যালি শুরু হয়। গত ৮ জানুয়ারী মহম্মদপুর গ্রাম থেকে এই র‍্যালিতে যোগ দেন রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি অরুণ সরকার, মহকুমা সভাপতি মুক্তিপ্রসাদ ধর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ৯ জানুয়ারী উমরপুরে এক সভায় কংগ্রেসের ফেলে আসা দিনগুলো নিয়ে বক্তব্য রাখেন অধীর চৌধুরী, মহঃ সোহরাব প্রমুখ। অন্যদিকে ১৩ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ-২ এর গিরিয়া অঞ্চলের সাইদপুর থেকে সাইকেল র‍্যালি শুরু হয়ে পিয়ারাপুর গ্রামে শেষ হয়। র‍্যালিতে অধীর চৌধুরী ছাড়া ছিলেন বহরমপুরের বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তী, ব্লক সভাপতি মহঃ আখরুজ্জামান প্রমুখ। ঐদিন এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায়, অধীর চৌধুরী প্রমুখ। পরদিন সম্মতিনগর ফুটবল মাঠ থেকে প্রায় ২৫০০ সাইকেলের এক র‍্যালি লালগোলা অভিমুখে যাত্রা করে।

সমাজ বিরোধীদের দাপটে গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী থানার বালিয়াঘাটী, নেজামপুর, শঙ্করপুর ইত্যাদি গ্রামের মানুষ বর্তমানে সমাজবিরোধীদের দাপটে অতিষ্ঠ। সমাজবিরোধী বালিয়াঘাটী ঘাটের ওপর প্রকাশ্যে জুয়া ফেলছে, ছিনতাই করছে, প্রতিবাদ করলে বোমা ফাটাচ্ছে, প্রাণনাশের হুমকী দিচ্ছে। পুলিশকে বার বার জানিয়েও এর কোন প্রতিকার হচ্ছে না। সমাজবিরোধীরা দাপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন গ্রামের একত্রিশ জনের স্বাক্ষরযুক্ত গণ আবেদন জঙ্গিপুরের এস.ডি.ও. এস.ডি.পি.ও, সি. আই. অব পুলিশ, সুতি থানার আই.সি. এবং সুতী ২ এর বিডিও কাছে পাঠানো হয়েছে বলে খবর।

বিবেকানন্দ ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১২ থেকে ১৪ জানুয়ারী ২০১১ সমারোহে পালিত হয় রঘুনাথগঞ্জ বিবেকানন্দ ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। ১ম দিন প্রভাতফেরী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ২য় দিন বাউলগান ও তৃতীয় দিন পুরস্কার বিতরণী। বিশিষ্ট লোকজনের ভাষণের, নানা শিল্পীর গানে, আবৃত্তিতে, শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতার মধ্যে ভরে উঠেছিল ঐ তিনদিন। অপসংস্কৃতির বাইরে একটু আলাদা রকমের স্বাদ পাওয়া গেল বলে দর্শকদের কেউ কেউ মন্তব্য করেন।

নতুন বছর আপনাদের শুভ হোক – শান্তিতে কাটুক

RAMEL INDUSTRIES Ltd.

Regd. Off-15, Krishnanagar Road,
Barasat, Kolkata-700126

র‍্যামেল মানে ভরসা

র‍্যামেল মানে আত্মবিশ্বাস

র‍্যামেল মানে প্রাণের বন্ধন

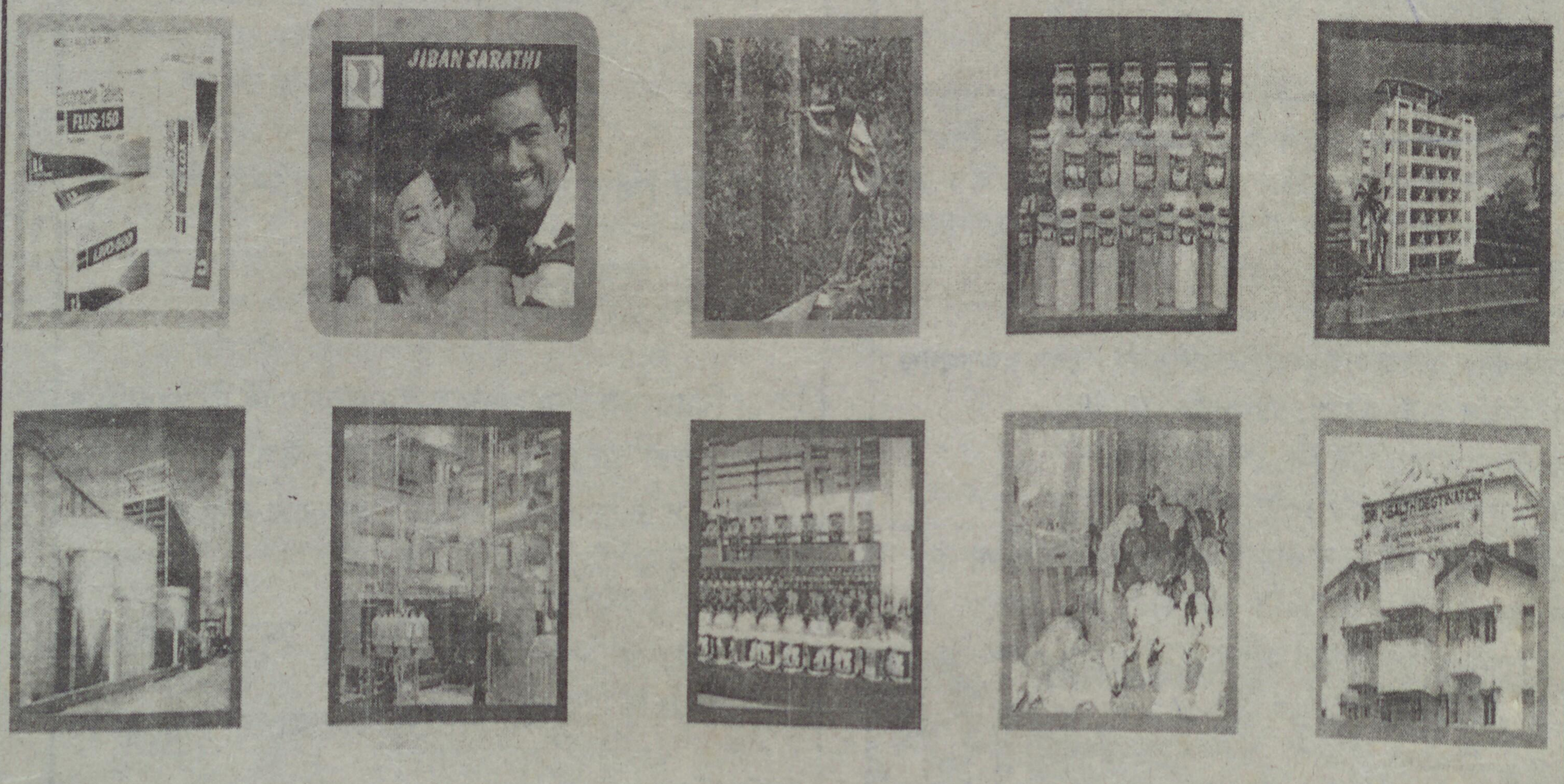

Organized and Published by Murshidabad Zone

শহরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ইন্দ্রিরাপল্লীতে তাপস ঘোষের বাড়িতে এক দুঃসাহসিক চুরি হয় ২১ জানুয়ারী রাতে। খবর, তাপসবাবু ঐ দিন সন্ধ্যায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মালদা যান। বাড়ি পুরোপুরি ফাঁকা ছিল। এই সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতিরা দীর্ঘ সময় ধরে লুটপাট চালায় সেখানে। স্টিলের আলমারী ভেঙে নগদ দেড় লক্ষ টাকা, কিছু গহনা, বাসনপত্র, প্রায় ৮০/৯০ টা শাড়ি ও অন্যান্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যায়। দোতলার রান্নাঘরের জানলা ভেঙে ওরা ভেতরে ঢোকে বলে তাপসবাবু জানান। তিনি এখানকার এক সুপরিচিত নার্সিংহোমের মালিক। পুলিশ সরজমিন তদন্ত করে গেলেও চুরির কোন কিনারা করতে পারেনি এখন পর্যন্ত বা কেউ ধরাও পড়েনি। এর আগে শহরে পুর কাউন্সিলার বিকাশ নন্দর বাড়িতেও নাকি এইভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দুষ্কৃতিরা চুরি করেছিল বলে পুলিশ নাকি মন্তব্য করে তাপস ঘোষের বাড়িতে তদন্তে গিয়ে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের ট্যাবলোয় দিল্লীতে (১ম পাতার পর)

মির্জাপুর গ্রামের মেয়ে আনন্দিতা ঘোষাল। বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা স্নাতক স্তরের একজন কৃতি আবাসিক ছাত্রী। রবীন্দ্রনৃত্যে বিশেষ পারদর্শিনী। শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসবে এবং বর্ষামঙ্গলে নিয়মিত অংশ নেয়। আনন্দিতা গত দশদিন বিশ্বভারতীর অন্যান্য নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে রেলমন্ত্রকের বিশেষ অতিথি হিসাবে দিল্লিতে নাচের মহড়ায় যুক্ত ছিল। গত ২০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ.কে.অ্যান্টনি তাদের নাচ দেখে উৎসাহিত করে গেছেন। ২৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শিল্পীদের ফটোসেসন হয়। আজ প্রজাতন্ত্র দিবসে আনন্দিতাদের নাচ দিল্লির কুচকাওয়াজে প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আনন্দিতা সুপরিচিত সাহিত্যিক অনুপ ঘোষালের কন্যা।

মঞ্জুর আলি এখন জঙ্গিপুর হাসপাতালে (১ম পাতার পর)

দুপুরে মঞ্জুর আলির উমরপুর বাসভবনের ছাদে বোমা বিস্ফোরণে তার গাড়ীর ড্রাইভার ঘটনাস্থলে মারা যায়। সেখানে বোমা বাঁধার সময় অসাবধানবশত এই কাণ্ড ঘটে বলে খবর। মঞ্জুর তখন থেকেই বেপাত্তা ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

(ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়)

ফোন : ২৭১০০৩ / ৯৪৩৪১১৫৮৪১

শাখা ঃ রঘুনাথগঞ্জ / জংগীপুর / বাড়ালা

স্থাপিত – ১৯৭৭ (গভঃ রেজিষ্টার্ড)

২০১২ – ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। নার্শারী ~~ও প্রিপারেটরী~~ ক্লাসে তিন ~~[illegible]~~ বছরের শিশুদের ভর্তি করা চলে। প্রিপারেটরী হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে হয়। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ –

১) **রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাইস্কুল (পুরাতন ভবন)** পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(সময় সকাল ৭ টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)

২) **জংগীপুর গার্লস হাইস্কুল,** পোঃ জংগীপুর।
(সময় সকাল ৭টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)

৩) **বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়,** পোঃ বাড়ালা
(সময় সকাল ৭টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)

বিঃ দ্রঃ – রঘুনাথগঞ্জ পারে জুনিয়ার হাই - ২০০৭ - ২০০৮ থেকে চালু হয়েছে।

এস.এন. চ্যাটার্জী, প্রিন্সিপ্যাল, রঘুনাথগঞ্জ

মমতার 'সোনার ছেলে' শুভেন্দু এলেন না (১ম পাতার পর)

কয়েকটি গ্রামে। তাই শুভেন্দুকে মমতা ব্যানার্জী অত্যাচারিত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বলেছেন।' ততক্ষণে মাঠ ফাঁকা। জেলার প্রায় সমস্ত নেতাই মঞ্চে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখছিলেন। সাগরদীঘি স্কুল মাঠে 'বদলা নয়, বদল চাই' শ্লোগান দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সভার ডাক দিয়েছিলো। স্থানীয় তৃণমূল নেতা অজয় ভকতের চেষ্টায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল করে লোক এসে মাঠ ভরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাগরদীঘিতে আজকের এই ঘটনায় পরোক্ষে সিপিএম খুশি হলো বলে কেউ কেউ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

২০১১ – নতুন বছর শুভ হোক

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ

(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)

আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্ত্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে **"স্বর্ণালী পার্লসের"** *মুক্তোর গহনা।*

: জ্যোতিষ বিভাগে :

অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।

শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।

(অগ্রিম বুকিং করুন)

Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088

PH.: 03483-266345

খেটে খাওয়া মানুষের পাশে আমরাই

দেশে প্রথম এ রাজ্যে

অসংগঠিত শ্রমিকের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড

প্রায় ২৫ লক্ষ শ্রমিক সুবিধা পাচ্ছেন

এ রাজ্যেই প্রথম

ভূমিহীন খেতমজুরদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড

উপকৃত ১২ লক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য পঞ্চায়েত এলাকায় বি.ডি.ও অফিস ও পৌরসভা এলাকায় শ্রম মহাধ্যক্ষ, উপ-শ্রম মহাধ্যক্ষ এর অফিস এ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

দূরভাষ নং = ০৩৪৮২-২৫২৯০৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আপনার সরকার আপনার পাশে

স্মারক নং ৪৮ (৩০) তথ্য / মুর্শিঃ তাং ১১-১-১১

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।